বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন(বিএডিসি)

www.badc.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিএডিসি গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ; ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবংমানসম্পন্ন সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রমসমূহবাস্তবায়ন করছে।

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপটঃ কৃষকদের নিকট কৃষি উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে এবং দেশের সেচ এলাকা সম্প্রসারণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৯ সনের ১৬ জুলাই খাদ্য ও কৃষি কমিশন গঠন করে। এ কমিশন দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এর প্রেক্ষিতে ১৯৬১ সনের ১৬ অক্টোবর ৩৭ নং অধ্যাদেশ বলে ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ইপিএডিসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন(বিএডিসি) নামে পরিচিত।

ভিশনঃ মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ যোগান ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা

মিশনঃ উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা, সেচ প্রযুক্তি উন্নয়ন, ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোত্তমব্যবহার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা ও সেচকৃত এলাকা বৃদ্ধি এবং কৃষক পর্যায়েমানসম্পন্ন সার সারবরাহ করা।

প্রতিষ্ঠানের মূল কার্যাবলীঃ

১. মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
২. নন-ইউরিয়া সার আমদানি, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
৩. সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ সুবিধা প্রদান।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলঃ

সংস্থার কার্যক্রমবিবেচনায় সরকার কর্তৃক ১৭/১১/১৯৯৯ তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিএডিসিকে পুনর্গঠন করতঃ জনবল ৬৮০০ জনে নির্ধারণকরা হয়। পুনর্গঠিত জনবলের মধ্যে ১৭০০ জন কর্মকর্তাএবং ৫১০০ জন কর্মচারি বর্তমানে বিএডিসিতে মোট ৫ টি উইং চালু আছে। ১ জন চেয়ারম্যান, ৪ জন সার্বক্ষণিকসদস্য পরিচালক যথা: সদস্য পরিচালক (অর্থ), সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ও সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) এবং পদাধিকার বলে (নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর এবং মহা পরিচালক, বিআরডিবি) ২ জন সদস্যকে নিয়ে মোট ৭ জন সদস্য সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদগঠিত। সচিব বিএডিসি পর্ষদেরসদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বিএডিসি'র সার্বিককার্যক্রমঃ

দেশের কৃষি উন্নয়নের স্বার্থে সরকার বিএডিসি'র মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচিও কার্যক্রমবাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, চারা ও গুটি কলম তৈরী ও বিতরণসহ

দেশের কৃষকদের আধুনিক বীজ প্রযুক্তির সাথে পরিচয় ঘটানোর জন্য এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্য ক্রম সংস্থার বীজ উইং এর মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তমব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সেচের পানির প্রাপ্যতা ও যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তরসহ কৃষককে সহায়তা প্রদানের জন্য বিএডিসির ক্ষুদ্রসেচ উইং কাজ করে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি মাটির পুষ্টিগুণ, সমতা রক্ষা এবং ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় নন-ইউরিয়া সার (টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি) আমদানি, সংরক্ষণ ও কৃষকদের নিকট বিতরণের জন্য সার ব্যবস্থাপনা উইং কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া মাঠ পর্য ায়েরকার্য ক্রমসুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত জনবলের যোগান, অভ্যন্তরীণ জনবলকে জনসম্পদে রূপান্তরকরণ, প্রতিষ্ঠানের কাজ গতিশীল রাখার জন্য বিধি প্রণয়ন, পরিচালন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইনী সহায়তা নিশ্চিতকরণ এবং বিএডিসি'র কর্ম কান্ডের প্রচার প্রচারণা ইত্যাদি কাজ সংস্থার প্রশাসন উইং এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে । সংস্থার যাবতীয় অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্য ক্রমঅর্থ উইং এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

বিগত ৭ (সাত) বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ (কোটি টাকা)

অর্থ বৎসর	প্রকল্প সংখ্যা (টি)	এডিপি বরাদ্দ	এডিপি ব্যয়	অগ্রগতির হার (%)
২০০৮-০৯	১৩	১৬১.৬০	১৫৪.৮৯	৯৬%
২০০৯-১০	১৫	২২৪.৩৫	২২২.১১	৯৯%
২০১০-১১	১৮	৩০৭.৬২	৩০৪.২৫	৯৯%
২০১১-১২	২৪	২৮৪.০৫	২৮০.২৭	৯৮.৬৭%
২০১২-১৩	২৮	৩৭৭.৯৬	৩৭৬.৪৫	৯৯.৬০%
২০১৩-১৪	৩১	৪১৯.২৫	৪১৮.০২	৯৯.৭১%
২০১৪-১৫	২১	৪৮০.০২	৪৭৬.৪৫	৯৯.২৬%
২০১৫-১৬	২৪	৬৬৯.৯৫	৩২৮.০০ (এপ্রিল ১৬ পর্য ন্ত	৪৯%

বিগত ৭ (সাত) বছরে কর্ম সূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ (কোটি টাকা)

অর্থ বৎসর	কর্ম সূচি সংখ্যা (টি)	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	অগ্রগতির হার (%)
২০০৮-০৯	৭	৭১.৭২	৬৯.৫২	৯৭%
২০০৯-১০	৪৫	৩০৭.২৬	২৭৮.০২	৯০%
২০১০-১১	৪৭	২২৪.৭৭	২১১.০৯	৯৪%
২০১১-১২	৮৩	২১৩.৫৭	২০৫.৪১	৯৬%
২০১২-১৩	১০৩	২০৬.৪০	২০৩.৯২	৯৯%
২০১৩-১৪	৭৬	২৭৯.৮৫	২৭২.৮১	৯৮%
২০১৪-১৫	৩৫	১২৪.৪৭	১২৩.৫৮	৯৯%
২০১৫-১৬	১৪	৯২.৮৫	৬৪.০২ (এপ্রিল ১৬ পর্য ন্ত	৬৯%

বিগত ৭ বছরে বীজ ও উদ্যান সংক্রান্ত অর্জনসমূহঃ

মানসম্মত বীজ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপকরণ। অধিক হারে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সারা দেশে সংস্থার ৩৩ টি বীজ উৎপাদন খামার ও ৭৫ চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্য ক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উৎপাদিত বীজ প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করে পরবর্তী মৌসুমে কৃষক পর্য ায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে।

- **বীজ উৎপাদন ও সরবরাহঃ** বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ৭ বছরে বিএডিসি'র বীজ উইং কর্তৃক ১০ প্রকল্প ও ৭ বীজ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প, বীজ কার্য ক্রমও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বিগত ৭ বছরে বিভিন্ন ফসলের সর্ব মোট৯.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন ও ৮.৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ কৃষক পর্য ায়েসরবরাহ করা হয়েছে।

- **বোরো ধান বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণঃ** দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য দানা জাতীয় ফসলের মধ্যে বোরো ধান বীজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিএডিসি বিগত সাত বছরে সর্ব মোট৫.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন বোরো ধান বীজ কৃর্ষ ক পর্য ায়ে সরবরাহ করেছে। বিএডিসি কর্তৃক জাতীয় চাহিদার প্রায় ৫৬% বোরো ধান বীজ কৃষক পর্য ায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

চিত্রঃ বিএডিসি'র খামারে বোরো ধান।

- **SL-8H জাতের সুপার হাইব্রিড বোরো বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণঃ** বিএডিসি কর্তৃক বিগত সাত বছরে SL-8H জাতের সুপার হাইব্রিড ৫৭১৫.৯৫ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন ও ৪৮১২.০০ মেট্রিক টন বোরো বীজ কৃষক পর্য ায়ে সরবরাহকরা হয়েছে। কৃষক পর্য ায়ে বিএডিসির SL-8H জাতের সুপার হাইব্রিড বোরো বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। SL-8H জাতের হাইব্রিড ধানের হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১২ মেট্রিক টন। এ জাতের ধান চাষে দেশে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্রঃ বিএডিসি'র খামারে সুপার হাইব্রিড বোরো ধান।

- **গম বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ:** দেশে গমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিগত সাত বছরে সর্ব মোট১.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন গম বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে ১.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন গম বীজ কৃষক পর্য ায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

চিত্রঃ বিএডিসি'র গম বীজ।

- **ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন ও সরবরাহঃ** দেশের জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণকল্পে বিএডিসি কর্তৃক বিগত সাত বছরে ডাল জাতীয় ১০৬৫৯.৭০ মেট্রিক টন ও তৈল জাতীয় ৮৯৩০.৯৬ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে ডাল জাতীয় ১০,২৩৩ মেট্রিক টন ও তৈল জাতীয় ৮৫৬৬.৭৮ মেট্রিক টন বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশে ডাল ও তৈল ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **আলু বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ:** বিএডিসি কর্তৃক বিগত সাত বছরে ১.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু বীজ উৎপাদন ও ১.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন আলু বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। এতে দেশব্যাপী আলু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্রঃ আলুর মেরিস্টেম সংগ্রহ।

- **দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপনঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার চর এলাকায় ১০৪৪.৩৬ একরের একটি নতুন বীজ বর্ধন খামার স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে পটুয়াখালী জেলায় বীজ বর্ধন খামার স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের উপযোগী ফসলের বীজ পরিবর্ধনপূর্বক কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

- **ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন বর্ধনখামার স্থাপনঃ** জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য নোয়াখালী জেলার সুবর্ণ চর উপজেলায় বিএডিসি কর্তৃক২০১৪-১৫ অর্থ বছরে একটি ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত খামারের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার চর এলাকায় একর প্রতি ডাল ও তৈল ফসলের ফলন বৃদ্ধি পাবে। উক্ত খামারে পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করে এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জীববৈচিত্র্যের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা হবে।

- **বীজ আলু হিমাগারের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণঃ** বিএডিসি'র ২২টি আলু বীজ হিমাগার রয়েছে যার ধারণক্ষমতা ২৮,৯৫০ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ঢাকা (গাবতলী), পঞ্চগড়, ঝিনাইদহ (দত্তনগর), মুন্সীগঞ্জ (টংগীবাড়ী), সিরাজগঞ্জ (উল্লাপাড়া), টাংগাইল (মধুপুর) ও কিশোরগঞ্জ (পাকুন্দিয়া) জেলায় ২০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ৭ হিমাগার নির্মাণাধীন রয়েছে। এতে আলু বীজ হিমাগারের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৪৩ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।

- **উদ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ** বিএডিসি কর্তৃক বিগত ৭ বছরে সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প ও এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প ও কার্যক্রমের মাধ্যমে সবজি উৎপাদন ২২.২২ লক্ষ মেঃ টন, ফল উৎপাদন ৪.০১ লক্ষ মেঃ টন, মসলা জাতীয় ফসল ২৬৩৫ মেঃ টন, নারিকেল চারা ৩১.৭৬ লক্ষ, সবজি চারা ২৪৯.২৫ লক্ষ, চারা ও গুটি কলম ২২৬০ লক্ষ উৎপাদন করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন উদ্যান ফসলের চারা বিতরণের ফলে দেশব্যাপী উদ্যান ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

ক্ষুদ্রসেচ কার্য ক্রমঃ

সঠিকভাবে সেচের পানির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অপচয় হ্রাসের পাশাপাশি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, বহুমুখীকরণ ও ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিগত ৭ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে সেচকৃত এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২২টি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প ও ১৪৩ ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কর্ম সূচির মাধ্যমে বিগত ৭ বছরে নিম্নোক্ত কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- **খাল পুনঃ খননঃ** বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কর্ম সূচির মাধ্যমে বিগত ৭ বছরে সর্ব মোট২৯৮ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ১.৭০ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। খাল পুনঃখননের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাস পেয়েছে এবং ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্রঃ খাল পুনঃ খনন ।

- **জলাবদ্ধতা দূরীকরণঃ** দেশে প্রথমবারের মত ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বিগত ৭ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে মোট ১৭ জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্ম সূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্ম সচিসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা নিরসন হয়েছে।
- **রাবার ড্যাম নির্মাণঃ** দেশে প্রথমবারের মত নতুন প্রযুক্তি নির্ভর রাবার ড্যাম এর মাধ্যমে পাহাড়ি এলাকায় যে সকল ঝর্ণা/পাহাড়ি ছড়া দিয়ে সারা বছর কিছু না কিছু পানি প্রবাহিত হয় সে সকল ঝর্ণা/পাহাড়ি ছড়ার পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে সেচ কার্য ক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বিএডিসি'র মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর রাবার ড্যামসমূহ চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পারুয়া ইউনিয়নে

চিত্রঃ রাবার ড্যাম।

ইছামতি নদীতে, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পদুয়ার শিলক খালে, ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার মেনংছড়ায় এবং সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার সোনাই নদীতে সর্ব মোট চারটি রাবারড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে ।উক্ত চারটি ড্যাম চালুর ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৩০০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। ফলে বছরে প্রায় ১৩,৫০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মিছাখালী ও শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার চেল্লাখালী নদীতে ২ টি রাবার ড্যাম নির্মাণাধীন রয়েছে।উক্ত ২ টি রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ১২০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান প্রদান করা হবে।

- **ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ** বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কর্ম সূচির মাধ্যমে বিগত ৭ বছরে সর্ব মোট২৪২৫ কিলোমিটার ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রায়২৪,২৫০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে।

- **ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণঃ** বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কর্ম সূচির মাধ্যমে বিগত ৭ অর্থ বছরে সর্ব মোট২৮০৮ কিলোমিটার ভূগর্ভ স্থ সেচনালা নির্ম াণ করা হয়েছেউক্ত সময়ে ২,৮০৮ কিলোমিটার ভূগর্ভ স্থ সেচ নালা স্থাপনের ফলে প্রায় ২৮,০৮০ হেক্টর কৃষি জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। ভূগর্ভ স্থ সেচ নালা স্থাপনের মাধ্যমে পানির অপচয় হ্রাস ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।
- **সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে সেচ পাম্প স্থাপন:** বিএডিসি'র বিগত ৭ বছরে বাস্তবায়িত একটি কর্ম সূচির মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে মোট ১১ টি সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সেচ পাম্পের মাধ্যমে বর্তমানে ২২০ একর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

চিত্রঃ সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প।

- **বেড়ী বাঁধ নির্ম াণ** বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কর্ম সূচির মাধ্যমে বিগত ৭ বছরে সর্ব মোট১৬৫.৩৫ কিলোমিটার বেড়ী বাঁধ নির্ম াণ করা হয়েছে।বেড়ী বাঁধ নির্ম াণের ফলে ভূমি ক্ষয়রোধ এবং জোয়ারের পানি ও বন্যা থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।
- **সেচ অবকাঠামো:** বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কর্ম সূচির মাধ্যমে বিগত ৭ বছরে সর্ব মোট৫৮২৬টি সেচ অবকাঠামো নির্ম াণ করা হয়েছে। সেচ অবকাঠামো নির্ম াণের ফলে খননকৃত খালে ও জলাশয়ে পানি সংরক্ষণ করাসম্ভব হয়েছে এবং পানির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন:** বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কর্ম সূচির মাধ্যমে বিগত ৭ বছরে মোট ৩৯৫৪ টি শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। শক্তিচালিত পাম্প স্থাপনের ফলে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে অধিক কৃষি জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হয়েছে।
- **গভীর নলকূপ স্থাপনঃ** বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কর্ম সূচির মাধ্যমে বিগত ৭ অর্থ বছরে মোট১২৬৩ টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে ১২৬৩ টি গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৫৪,৮৮৩ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে।
- **গভীর নলকূপ পুনর্বাসনঃ** বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কর্ম সূচির মাধ্যমে বিগত ৭ বছরে মোট ১১৯২ টি গভীর নলকূপ পুনর্ব াসনকরা হয়েছে। উক্ত সময়ে ১১৯২টি গভীর নলকূপ পুনর্বাসন ফলে প্রায় অতিরিক্ত ৪৮৩১০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।
- **পাহাড়ী এলাকা ঝিঁরিবাঁধ নির্ম াণ** পার্ব ত্য চট্রগ্রামসমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৯ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্য ন্ত রাঙ্গামাটিখাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় পাহাড়ী এলাকায় ৫০টি ঝিঁরিবাঁধ নির্ম াণ করা হয়েছে। পাহাড়ী এলাকার ছোট ছোট ঝরনায় এ সকল বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে ফসলে সেচ দেয়া হচ্ছে। ফলে উক্ত এলাকায়

চিত্রঃ পাহাড়ী এলাকায় ঝিরিবাঁধ।

- ৬২৫ একর জমি সেচ সুবিধার আওতায় এসেছে এবং বছরে ২৮১৩ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে।
- **পানির স্তর পরিমাপঃ** বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে সর্ব মোট২০৮ টি অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার স্থাপন করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব অটো ওয়াটার টেবিল রেকর্ডারের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তের ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং ডিজিটাল ডাটা ব্যাংক প্রস্তুত করার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত পর্য বেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ তথ্য ব্যবহার করে ইতোমধ্যে Groundwater Zoning Map করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা আপডেট করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের কোথায় কোন ধরনের সেচযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে তা সহজেই নিরূপন করা সম্ভব হচ্ছে।

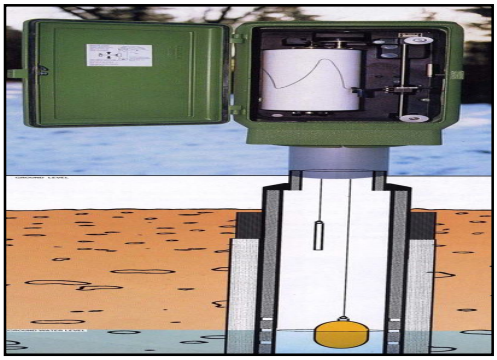

চিত্রঃ অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার।

- **স্মার্ট কার্ড/প্রি-পেইড মিটার স্থাপনঃ** বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত ৭ বছরে ১৭০০টি স্মার্ট কার্ড/প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। স্মার্ট কার্ড/প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ফলে সেচচার্জ আদায় সহজতর হয়েছে এবং কৃষক সঠিক সময়ে ও পরিমাণমত ফসলে সেচ দিতে সমর্থ হচ্ছে। এর ফলে কৃষি ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের উন্নয়ন হয়েছে।

চিত্রঃ স্মার্ট কার্ড/প্রি-পেইড মিটার।

- **আর্টে শিয়ান নলকূপ খননঃ** বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি সেচ কর্ম সূচির মাধ্যমে পাহাড়ি এলাকায় ৪৫০ আর্টে শিয়ান নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। আর্টে শিয়ান নলকূপ স্থাপন করার ফলেপ্রায় ৮৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
- **কৃষক প্রশিক্ষণঃ** বিগত ৭ বছরে বিএডিসি'র সেচ উইং কর্তৃক ২২টি সেচ প্রকল্প ও ১৪৩ টি কর্ম সূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প ও কর্ম সূচির মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তমব্যবহার এবং সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিগত ৭ বছরে সর্ব মোট১০০৪৪৮ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানির অপচয় হ্রাস ও কৃষকদের সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

➢ **সার ব্যবস্থাপনা কার্য ক্রমঃ**

বিএডিসি'র মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় তিউনিশিয়া হতে টিএসপি, মরক্কো হতে টিএসপি ও ডিএপি এবং বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে এমওপি সার আমদানি করা হচ্ছে। বিগত ৭ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে টিএসপি ১৯.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন, এমওপি ২২.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ও ডিএপি ৫.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন সর্ব মোট৪৭.২২ লক্ষ মেট্রিক টন সার আমদানি করা হয়েছে। উক্ত সময়ে টিএসপি ১৯.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন, এমওপি ২০.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন ও ডিএপি ৫.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন সহ সর্ব মোট৪৫.১২ লক্ষ মেট্রিক টন সার কৃষক পর্য ায়ে বিতরণ করা হয়েছে। বিএডিসি'র ২১ টি সার অঞ্চলের ৪৯ টি বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ মোতাবেক সারা দেশব্যাপী বিএডিসি নিবন্ধিত সার ডিলারের মাধ্যমে সার বিক্রয়/বিতরণ করা হচ্ছে।

চিত্রঃ আমদানিকৃত টিএসপি সার

(চ) উপসংহারঃ দেশের জনগণের দীর্ঘ মেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তার টেকসই রুপ দিতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পো ারেশন (বিএডিসি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকরছে। খাদ্য উৎপাদনের জন্য মানসম্পন্ন বীজ, সার এবং সেচের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।কৃষক পর্য ায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা অধুনিকীকরণ সংক্রান্ত কার্য ক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় তিউনিশিয়া, মরক্কো, বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে নন ইউরিয়া সার আমদানি এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পতিত জমি আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করার কার্য ক্রমঅব্যাহত রয়েছে ।